মহানায়িকার স্মৃতিচারণা

স্বপ্নের রাজকন্যা সুচিত্রা সেন চলে গেলেন। কিন্তু বাঙালির মনে আজও সমান ভাবে রয়েছেন তিনি এবং থাকবেনও বটে। ক্রিয়েটিভ মিডিয়ার বাংলা সাহিত্য ওয়েব ম্যাগাজিনের সহ সম্পাদক শর্মিলা চন্দ্র-এর সঙ্গে মহা নায়িকাকে নিয়ে আলোচনার ফাঁকে বিশেষ ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিচারণায় জানা গেল সুচিত্রা সেন তাদের কাছে কি রকম ছিলেন...

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)

সুচিত্রা সেন স্বপ্নের মানুষের মতো। তিনি আইকনিক ছিলেন। বাঙালি নারীর প্রতীক বলা যেতে পারে। তবে সুচিত্রা একজনই হয়। অনেক সুন্দরী আছেন, অনেক অভিনেত্রীও আছেন, কিন্তু সুচিত্রা সেনের মতো সুন্দরী অভিনেত্রী একজনই হয়। ওর চেহারার মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা ছিল। যেটা মাধুরি দীক্ষিতের মধ্যে আছে। আমার মনে হয় সুচিত্রার চেহারার সঙ্গে মাধুরি দীক্ষিতের চেহারার কোথাও একটা মিল আছে। সুচিত্রাকে কখনওই উচ্ছল বা উগ্র মনে হয়নি। বেশ কয়েকটি সাহসী চরিত্রে অভিনয় করলেও, নিজের একটা গন্ডির মধ্যে থেকে করেছেন. কখনওই তাঁকে স্বস্তা মনে হয়নি। সাড়ে চুয়াত্তর, দ্বীপ জেলে যাই, সপ্তপদী এই সিনেমাগুলিতে সুচিত্রার উপস্থিতি সিনেমাগুলিকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। আর উত্তম কুমারের সঙ্গে তাঁর জুটি সব সময়ের জন্য চিরন্তন. তাদের বিকল্প হয় না. আমরা তাঁকে রোম্যান্টিক চরিত্রে বেশি অভিনয় করতে দেখেছি। তাঁর স্বেচ্ছা অবসরকে আমি সন্মান করি। হয়ত তিনি চেয়েছিলেন, বাঙালি তাঁকে যৌবনে যেভাবে দেখেছে, সেই ভাবেই তিনি সকলের কাছে থাকতে চেয়েছিলেন, তাই যৌবন থাকতেই নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন, এটাকে তাঁর অহংকার বলব না. তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্না ছিলেন। ব্যক্তিগত অভিরুচি থেকেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত. তিনি বাঙালির মনে চিরকাল থাকবেন।

অলোকানন্দা রায় (নৃত্যশিল্পী)

সুচিত্রা সেনকে এককথায় অনন্যা বলা যায়। ওনার মত অসম্ভব সুন্দরী খুব কমই হয়. তখনকার দিনেও উনি নিজের সাজ-পোশাক সম্পর্কে এতটাই সচেতন ছিলেন যে ভাবা যায় ন। ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে হা করে তাকিয়ে ওনার সৌন্দর্য দেখতাম। তাঁর অভিনীত মমতা, উত্তর ফাল্গুনী আমার

অসম্ভব ভালো লাগে. সবার থেকে তিনি আলাদা। ব্যতিক্রমী বলা যায়. তাঁর ব্যক্তিত্ব আমায় ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়। তিনি জানতেন কোথায় রেখা টানতে হয়। তাঁর স্বেচ্ছা অবসরকে আমি সম্মান করি। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা শেষ পর্যন্ত কাজ করে যেতে চান, আবার কয়েকজন আছেন যাঁরা অনেক আগেই নিজেকে সব কিছুর থেকে সরিয়ে নিতে চান। এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই আমার মনে হয়, যে থাকতে চায় তাকেও যেমন সম্মান করা উচিত আবার যে থাকতে চান না, তাঁকেও সম্মান করা উচিত। তাঁর চেহারা, হাসি সব কিছু মিলিয়ে তিনি বাঙালির আইকন ছিলেন। অনেক বছর আগে আমার নাচের অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন, তখন তাঁকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। অনস্ক্রিনে উত্তম-সুচিত্রার জুটি আমার সবথেকে বেশি পছন্দ. দুজনের মধ্যে অদ্ভুত একটা কেমিস্ট্রি ছিল। আমার যখন 10-11 বছর বয়স তখন আমি ভাবতাম উত্তম-সুচিত্রা বোধহয় স্বামী-স্ত্রী।

সোনালী চৌধুরি (অভিনেত্রী)

প্রথমেই বলি বাংলা ছবিতে ওনার মতো গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী আর দুটো হয় না। পোশাকের বিষয়ে ওনার রুচিকে আমি সম্মান করি। সুচিত্রা সেন বাঙালি নারীদের প্রতীক। একজন মেয়ে হিসেবে উনি যেভাবে নিজের সিদ্ধান্তে স্থির ছিলেন ভাবতে সত্যি অবাক লাগে। ওনার কাছ থেকেই শেখা যায় কিভাবে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হয়। আর এতবছর ধরে গ্ল্যামার জগতের হাতছানি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা, উনি বলেই বোধহয় পেড়ে ছিলেন। এটা সত্যি কঠিন কাজ. অনেকে আছেন যারা চলে গিয়েও আবার ফিরে আসেন, কিন্তু উনি সেটা করেননি। আমার মনে হয় উনি যদি ফিরে আসতে চাইতেন, তাহলে যে কোনও পরিচালক ও প্রযোজক তাঁকে নিয়ে কাজ করতে চাইতেন এবং তিনি যতদিন কাজ করতে চাইতেন, তাঁকে নিয়ে কাজ করতেন। তাঁকে সামনে থেকে কোনও দিনও দেখার সুযোগ হয়নি, তবে সব সময় মনে হয় ওনার সান্নিধ্যে আসতে পারলে ভালো হত। তবে ওনার সিদ্ধান্তকে সব সময় সম্মান করি। উত্তম-সুচিত্রার জুটি আমার কাছে অল টাইম ফেভারিট. অগ্নিপরীক্ষা, হারানো সুর, পথে হল দেরি আমার খুব ভালো লাগে। পাশাপাশি সাত পাঁকে বাঁধাতে সুচিত্রার অভিনয় আমার অসাধারণ লেগেছে।

সৌমিলি বিশ্বাস (অভিনেত্রী)

সুচিত্রা সেনকে নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। ইন্ডাষ্ট্রিতে উনি শেষ কথা। ওনার মৃত্যুতে একটা যুগের অবসান হল. তিনি যা করে গিয়েছেন তা অতুলনীয়। এতদিনেও ওনার জায়গা কেউ নিতে পারেনি, আর আমার মনে হয়না ভবিষ্যতেও কেউ তাঁর জায়গা নিতে পারবে। পর্দায় অভিনয়ের মাধ্যমে কিভাবে নিজের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে হয় এবং সেটা ধরে রাখতে হয়, সেটা একমাত্র ওনারই জানা ছিল। দীর্ঘ 35 বছর ধরে সব গ্ল্যামার জগত থেকে সড়ে থাকা সহজ ব্যাপার তো নয়। 35 বছরে ওনার তো কম কিছু পাওনা ছিল না। কিন্তু তবু সব কিছুর থেকে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন। উনি যা রেখে গেলেন, বাঙালি যতদিন থাকবে, তাঁর সৃষ্টিও ততদিন থাকবে. সপ্তপদী, দ্বীপ জেলে যাই, ইন্দ্রানী, হারানো সুর এই সিনেমা গুলিতে তাঁর অভিনয় আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে। পাশাপাশি মমতা, আঁধির মতো হিন্দি সিনেমাগুলোও তাঁর অসাধারণ অভিনয় গুণে আলাদা মাত্রা পেয়েছে। অনস্ক্রিনে সুচিত্রা সঙ্গে উত্তমকে ছাড়া আরও কাউকেই ভাবতে পারি না। ওদের মতো জুটি আর হবে না। মাঝে মাঝে মনে হয় দুজনকেই যদি একবার চাক্ষুষ করতে পারতাম....

রিদ্ধিমা ঘোষ (অভিনেত্রী)

সুচিত্রা সেনের অভিনয় আমার ভীষণ ভালো লাগত। আর সেই সময় সুচিত্রা-উত্তম কুমারে সিনেমাগুলো আমার সব সময় নতুন লাগে। যতবার দেখি পুরনো মনে হয় না। ওই দুজনের মতো রোম্যান্টিক জুটি জাস্ট ভাবা যায় না। খুব মনে হয় যদি একবার সামনে থেকে দেখতে পেতাম...কিন্তু সেই সুযোগ হয়নি, আর এখন তো আর হবেও না। তবে ভালো লাগাটা সব সময় থাকবে। আমার মনে হয় নিজেকে এতবছর যে আড়ালে রাখতে পেরেছিলেন, এটা একজন মহান মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এটাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি। নিজেকে আড়ালে রাখার সিদ্ধান্ত যে তিনি নিয়েছিলেন সেখান থেকে বোধহয় অন্যদের মনে তাঁকে দেখার ইচ্ছেটাকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখানেই তিনি ব্যতিক্রমী। এখন সোস্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে সকলেই খুব সহজলোভ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিজেকে সবার থেকে সরিয়ে রেখে নিজের ব্যক্তিত্বকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখানেই তিনি আলাদা. তবে আমার মনে হয় বাঙালির মনে তিনি চিরকাল একই জায়গায় থাকবেন. তাঁর সৃষ্টি তাঁকে বার বার আমাদের মনে করাবে।